বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের শ্রমবিভাজন একটি লিঙ্গীয় মতাদর্শ

নভেরা হোসেন

বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের অধিপতি শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠাকে এবং এই শ্রেণির প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শকে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক অভিঘাতে সৃষ্ট মধ্যবিত্তের আদর্শ ও নীতিমালার সাথে সম্পর্কিত করে দেখতে হবে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির গঠন ও বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে মূলত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সামাজিক শ্রেণিগঠনের ক্ষেত্রে নব্য পুঁজিবাদী আর্থ-কাঠামোর ভূমিকা রয়েছে বিশেষত ব্রিটিশ বিজয় ও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ এবং বিশ্ব আর্থব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে। ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোকে ক্রিয়াশীল রাখার প্রয়োজনে ভারতীয় শিক্ষিত চাকুরিজীবী শ্রেণির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে এবং এক্ষেত্রে উঁচুবর্ণের হিন্দুদের এবং অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষা, চাকুরি তথা নব্য বিকাশমান শিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণিগঠনে উৎসাহিত করা হয়, সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। এই নব্য বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মোগল আমলে বিকশিত জনগণের সেবকদের দ্বারা গঠিত সামন্ত শ্রেণি, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিজাত শ্রেণি হিসেবে বিকশিত হয়। গ্রামীণ সমাজের আধিপত্যশীল ভূমিমালিক, ধনী ও মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন, ঋণদাতা, ব্যাপারীদের মধ্য থেকে শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণির বিকাশ।

এরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কলকাতাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলার মফস্বল শহরগুলোতে চাকুরি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে মোঃ শাহ আলম-এর অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস 'দ্য এমারজেন্স অব মুসলিম মিডল ক্লাস'-এ বলা হয়েছে "বৃটিশ শাসক এমন একটি শ্রেণিগঠন করতে চেয়েছিল যারা রক্ত ও গাত্রবর্ণে (colour) ভারতীয় হবে কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে ইংরেজ এবং বৃটিশ প্রশাসনের সহায়তাকারী হবে। বৃটিশ সরকার নিজেদের মুনাফাবৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রশাসক শ্রেণী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইংরেজীজানা শিক্ষিত চাকরিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি করে। বৃটিশ প্রশাসকদের প্রয়োজনে আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষক পেশাজীবীদের সৃষ্টি হয়। এই চাকরিজীবী শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতে বসবাসরত বৃটিশ চাকরিজীবীদের সামাজিক জীবনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহযোগিতা করে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হয়েছে তা বৃটিশ ভারতে সৃষ্ট চাকরিজীবী শ্রেণীরই বিস্তার।"

গৃহশ্রম সংগঠনে দাম্পত্য মতাদর্শ

আমার গবেষিত বিষয় "বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের দাম্পত্য সম্পর্কের মতাদর্শ অনুসন্ধান" বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে এ প্রেক্ষিতে গবেষিত গৃহস্থালিগুলোতে বিরাজমান গৃহশ্রম বিষয়ক ধারণা এবং গার্হস্থ্য শ্রম

বিভাজনের ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় ভাবনা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিগত মতাদর্শ সম্পর্কে কাজ করতে হয়েছে। দেখা গেছে, গৃহশ্রম সংগঠনে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহীপনা মতাদর্শ আধিপত্যশীল।

গৃহশ্রমের ধারণা

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহের ধারণার সাথে জড়িয়ে আছে গৃহস্থালির সদস্যদের সুখ-দুঃখের আশ্রয়স্থল সুখী গৃহকোণের ভাবনা। এ ধরনের ধারণা রয়েছে যে, এই গৃহকোণের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহের ধারণার ওপর ভিত্তি করে গৃহশ্রমবিষয়ক মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে গৃহস্থালির সদস্যদের বয়স, নারী-পুরুষ শ্রম বিভাজন এবং শ্রেণিগত অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রমবিভাজনকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণির লিঙ্গীয় মতাদর্শ ও শ্রেণি মতাদর্শজাত। ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহশ্রমের ধারণা ও অনুশীলন ছিল এই যে, গৃহস্থালির নারী সদস্যরা মূলত রান্না, সন্তানপালন, অন্যান্য সদস্যদের সেবা, গৃহস্থালির যাবতীয় বিষয় ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। বিংশ শতক থেকেই বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহশ্রম-বিষয়ক মতাদর্শ এবং অনুশীলন কেবল রান্না এবং স্বামী সন্তানের সেবা করার মধ্যেই সীমায়িত থাকে নি। বাজার করা থেকে শুরু করে সন্তানের স্কুলের হোমওয়ার্ক তৈরি করে দেওয়া— এই সবকিছুই আজ গৃহশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গার্হস্থ্যশ্রমে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়; বিশেষ করে যেসব গৃহস্থালিতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাড়ির বাইরে উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত, তাদের উভয়কেই নানাবিধ গার্হস্থ্যকর্মে অংশগ্রহণ করতে হয়। তবে নারী-পুরুষের গৃহশ্রমে অংশগ্রহণের শতকরা হারে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেখানে গৃহস্থালির নারী সদস্য বা গৃহকর্ত্রী দিনের ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকেন, সেখানে দেখা যায় গৃহকর্তা এবং গৃহস্থালির অন্যান্য পুরুষ সদস্য ১-৪ ঘণ্টার বেশি অংশগ্রহণ করেন না। গৃহকর্তা দু'-একটা গার্হস্থ্য কাজে অংশ নিলেও সংসার পরিচালনা এবং গৃহব্যবস্থাপনার প্রায় সকল বিষয়ের দেখাশোনা করা গৃহকর্ত্রীরই দায়িত্ব। বর্তমানে গৃহশ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা তৈরি হলেও এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একগামী বিয়ে ধারণাজাত গার্হস্থ্য মতাদর্শ এবং লিঙ্গীয় ও শ্রেণিগত মতাদর্শ আধিপত্যশীল। গৃহকর্ত্রীর গার্হস্থ্যশ্রমে সাহায্যকারী হিসেবে গৃহশ্রমিকের উপস্থিতিও মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহস্থালিতে অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় বিভাজনের ভিত্তিতে শ্রমবিভাজন

আমার গবেষিত গৃহস্থালির (২০টি) গৃহশ্রমের ক্ষেত্রে বহুবিধ ধরন দেখতে পাওয়া যায়। মূলত গৃহস্থালির গঠন, নারী-পুরুষ সদস্যদের পেশায় যুক্ততা, গৃহে অবস্থানের সময়, সন্তানের উপস্থিতি, গৃহস্থালিতে দম্পতি ছাড়াও অন্যান্য সদস্য; যেমন জায়া ও পতির মা-বাবা, ভাইবোনের উপস্থিতি বা গৃহশ্রমিকের উপস্থিতি এবং সদস্যদের ব্যক্তিগত জীবন প্রক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে গবেষিত গৃহস্থালিগুলোতে গৃহশ্রমের ধরনে পার্থক্য দেখা দিলেও বাজার করা, রান্না করা, রান্নার আয়োজন করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া-মোছা-ধোয়া, কাপড় ধোয়া, বাচ্চার উপস্থিতিতে বাচ্চার লালনপালন, স্কুলে আনা-নেওয়া, গৃহস্থালির সদস্যদের অসুখবিসুখে দেখাশোনা করা, মেহমানদারী, ফোন-গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির বিল দেওয়া, যন্ত্রপাতি মেরামত— এ ধরনের বহুবিধ গৃহশ্রম মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিগুলোতে সম্পন্ন হতে দেখা যায়, যা বর্তমান পুঁজিবাদী আধুনিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সাথে জড়িত। তবে এই গৃহশ্রম সংগঠনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লিঙ্গীয় ও শ্রেণিমতাদর্শ আধিপত্যশীল। কোনটি নারীর কাজ এবং কোনটি পুরুষের কাজ এসব নির্ধারিত হয় এই মতাদর্শের দ্বারা। গবেষিত গৃহস্থালিগুলোতে গৃহশ্রম সংগঠনে প্রধান ভূমিকা রাখতে দেখা যায় গৃহকর্ত্রীদের। গবেষিত গৃহস্থালিগুলোর গৃহকর্তারা প্রায় প্রত্যেকেই চাকরি বা ব্যবসার সাথে জড়িত এবং পেশাগত কাজে

প্রত্যেকেই প্রায় ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা ঘরের বাইরে থাকেন। গৃহকর্ত্রীদের মধ্যে চাকুরিজীবী নয়জন গৃহকর্ত্রীকেও প্রায় সমান সময় অফিসে থাকতে হয়, গবেষিত গৃহস্থালিগুলোর গৃহকর্ত্রীদের মধ্যে ছাত্রী তিনজনকেও বহু সময় বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে থাকতে হয়, বাকি আটজন গৃহবধূ সার্বক্ষণিকভাবে গৃহস্থালিতে থাকেন, যাদের বেশির ভাগ সময় ব্যয় হয় গৃহকর্মে।

গবেষিত গৃহস্থালিগুলোতে গৃহকর্ত্রীরাই মূলত গৃহব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন অর্থাৎ গার্হস্থ্যকাজের পরিকল্পনা, সমন্বয়, তদারকি ইত্যাদি কাজ করেন বা এই কাজগুলো তাকেই করতে হয় ইচ্ছা বা সময় থাকুক বা না থাকুক। কেননা গার্হস্থ্য শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে বিরাজমান লিঙ্গীয় মতাদর্শ মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজনকে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং স্বাভাবিকীকরণ করে। এই প্রেক্ষিতে গৃহস্থালির পুরুষ সদস্যরা এই শ্রমবিভাজনকে যেমন স্বাভাবিক ধরে নেয়, নারী সদস্যদের অনেকেই তেমনিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গার্হস্থ্য শ্রমবিষয়ক বিভাজনকারী ডিসকোর্সের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। সকল গৃহকর্ত্রী বা নারী সদস্যদের অভিজ্ঞতা বা লিঙ্গীয় বিভাজনকারী ডিসকোর্সের সাথে আত্মস্থকরণ এক ধরনের না হলেও এবং অনেকের মধ্যে গৃহশ্রম বিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শ বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেক ঘটলেও গৃহস্থালিগুলোতে শ্রমবিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে আধিপত্যশীল দেখতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম-ধানমণ্ডির গৃহকর্ত্রী নাহার বেগম গৃহব্যবস্থাপনার সকল কাজকর্ম নিজে করে থাকেন। মাসিক বাজেট তৈরি, রান্নাবান্না এবং গৃহশ্রমিক তদারকির কাজ তাকেই করতে হয়। এই গৃহস্থালির দুই মেয়ে নিজেদের কাপড় ধোয়া, মেহমানদারী, ঘর গোছানো, ইত্যাদি কাজ করে থাকে। একমাত্র ছেলে মিজানুর মায়ের বাজেট তৈরিতে সাহায্য করে এবং বাজারের টুকটাক কেনাকাটা, যন্ত্রপাতি মেরামত, বাবা-মায়ের ডাক্তার দেখানো, ইত্যাদি করে থাকে। গৃহকর্তা মোতালেব হোসেন অনেক সময়ে কোনদিন কী খাবার রান্না হবে, গৃহশ্রমিক কোন কাজের পরে কোন কাজ করবে, ইত্যাদি নির্ধারণ করেন। তবে তিনি নিয়মিতভাবে গার্হস্থ্যকর্ম সম্পন্নের কোনো দায়িত্ব পালন করেন না এবং গৃহকর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাকেই গৃহশ্রমিককে তদারকি করতে দেখা যায়, যা মূলত মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিতে মতাদর্শিকভাবে গৃহশ্রমে পুরুষের অংশগ্রহণ না করার প্রবণতাকে স্পষ্ট করে। গৃহস্থালিটির গৃহশ্রমিক গৃহকর্ত্রীর কাজে সার্বক্ষণিকভাবে সহায়তা করে থাকেন। গৃহস্থালিটির শ্রমবিভাজন থেকে স্পষ্ট হয় যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থালির পুরুষরা রান্নাঘরের কোনো কাজ করেন না। কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থালি মতাদর্শে রান্নাঘরের কাজসহ গৃহব্যবস্থাপনার সকল কাজকে নারীর কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বাজার করা, কেনাকাটা, যন্ত্রপাতি মেরামত, বিল দেওয়া, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ইত্যাদি বাইরের কাজকে পুরুষের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গবেষিত কয়েকটি গৃহস্থালিতে গৃহকর্তাদের কয়েকজনকে গৃহব্যবস্থাপনা কিংবা মাসিক বাজেট তৈরিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেলেও সেটা কোনো সাধারণ প্রবণতা তৈরি করে নি। সুলতানগঞ্জের গৃহবধূ হাসিনা বেগম বললেন যে, চাকুরির সূত্রে স্বামীর বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে কিন্তু তার স্বামী সবসময় তার সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ রাখতেন। গৃহশ্রমিকের অভাব স্বামী তাকে কোনোদিন বুঝতে দেন নি। হাসিনা বেগমের কেসটি থেকে ধারণা করা যায়, মধ্যবিত্ত পুরুষ নিজে গায়ে খেটে গৃহশ্রমে অংশ নেওয়ার কথা চিন্তাও করেন না, বরং বিকল্প হিসেবে গৃহশ্রমিককে প্রতিস্থাপনে সচেষ্ট হন, যা মূলত লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজনকারী মতাদর্শজাত। গৃহস্থালিটির গৃহকর্তা গায়ে খেটে বা সরাসরি করতে হয় এমন কোনো গৃহশ্রমে অংশ নেন না, কিন্তু বাড়ির লোন দেওয়া, বাজার করা, অসুখে ডাক্তার দেখানো, মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নেওয়া, ইত্যাদি বাইরের কাজ করে থাকেন, যা গৃহস্থালিগুলোর পুরুষের কাজকে বুঝতে সাহায্য করে। গৃহস্থালিগুলোতে রান্নাসহ মেয়েলি কাজ হিসেবে বিবেচিত গৃহকর্মে পুরুষের অংশগ্রহণ ঘটে কদাচিৎ, অর্থাৎ স্ত্রী অসুস্থ থাকলে বা স্ত্রীর অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলে তারা এটা করে থাকেন মাত্র। তবে স্ত্রীর অসুস্থতা বা অনুপস্থিতিতে বাড়িতে বয়স্ক নারী সদস্য বা বড়ো মেয়ে থাকলে পুরুষরা কখনো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

গৃহশ্রমিক : মধ্যবিত্ত গৃহস্থালির শ্রম বিভাজনের লিঙ্গীয় ও শ্রেণিগত মতাদর্শের পরিচায়ক

ঢাকা শহরের বর্তমান মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিগুলোতে গৃহশ্রমিক বা কাজের বুয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গবেষিত গৃহস্থালিগুলোতে গৃহশ্রমিকরা গৃহকর্ত্রীর কাজের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। গবেষিত গৃহস্থালিগুলোতে গৃহকর্তা বা পুরুষ সদস্যরা গার্হস্থ্য কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন না বলে গৃহশ্রমকে সে স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। কেননা গৃহশ্রমকে নারীর কাজ হিসেবে দেখা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, গবেষিত গৃহস্থালিগুলোর সকল গৃহশ্রমিকই নারী। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের শ্রমবিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও, গৃহস্থালির নারী-পুরুষ সদস্যরা কয়েকটি কাজ প্রায় কখনোই করেন না। এগুলোকে কায়িক শ্রম এবং নোংরা কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা গৃহশ্রমিকের জন্য নির্দিষ্ট। এর মধ্যে পড়ে মসলাবাটা, হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঘরমোছা, ঘরের ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলা, ভারী কাপড় ধোয়া, ইত্যাদি। গৃহস্থালির গৃহশ্রমিক অসুস্থ থাকলে বা অনুপস্থিত থাকলে এ কাজগুলো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। হয়ত গৃহস্থালির মেয়ে ঘর ঝাড়ু দেয় কিন্তু ঘর মোছার কাজ বাদ দেওয়া হয়। অনেকে মশলা বাটে, রান্না করে বা অস্থায়ী ভিত্তিতে কাউকে দিয়ে এ কাজগুলো করিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত প্রকট শ্রেণিবোধের চর্চা লক্ষণীয়। ঘর মোছা বা মশলা বাটার কাজ বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের বউ, মেয়েদের জন্য শোভনীয় নয়। এ ধরনের মূল্যবোধকে গৃহস্থালিগুলোতে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। গৃহস্থালিগুলোতে কায়িক শ্রম এবং নোংরা কাজগুলো গৃহশ্রমিকের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও গৃহকর্ত্রীদের তদারকিতেই গৃহশ্রমিকরা যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকেন। এক্ষেত্রে গৃহস্থালির পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য নয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিগুলোতে নারী গৃহশ্রমিকদের কাজের ধরনকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিতে গৃহশ্রমিক লিঙ্গীয় ও শ্রেণিগত বৈষম্যকারী মতাদর্শের অধীনস্ত।

আয়-রোজগারকারী নারী এবং শ্রমবিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শ

গবেষিত গৃহস্থালির মধ্যে যেসব গৃহস্থালিতে চাকুরিজীবী নারীর উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে নারী-পুরুষ শ্রমবিভাজনে কিছু সংযোজন, বিয়োজন ঘটলেও ঘরকন্নার মূল দায়িত্ব রয়ে গেছে গৃহকর্ত্রীদের ওপর। স্বামী-স্ত্রী সমান রোজগার করলেও দেখা যায়, রান্না থেকে শুরু করে টেবিলে খাবার পরিবেশন পর্যন্ত সকল কাজই গৃহকর্ত্রীকে করতে হচ্ছে। চাকুরিজীবী নারীদের গৃহস্থালিতে গৃহশ্রমিকের উপস্থিতি প্রায় অপরিহার্য এবং গৃহস্থালির মেয়ে বা অন্যান্য নারী সদস্যরা ঘরের কাজগুলো করে থাকে। চাকুরিজীবী গৃহকর্ত্রীরা অফিসে বা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গৃহশ্রমিকের সাথে সাথে রুটি, ডিম, সব্জি ইত্যাদি তৈরি করেন। এসময়ে অন্যান্য সদস্যরা ঘুমিয়ে থাকেন। দু'-একজন গৃহকর্তা সকালে উঠে চা করে খান বা বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছে দেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিগুলোতে গৃহকর্ত্রী ব্যতিক্রমীভাবে সংসার খরচের পুরোটা বহন করলেও স্ত্রীর ঘরকন্নার দায়িত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না।

জাদুঘরের অফিসার লাকি রহমানের বেতনেই সংসারের যাবতীয় খরচ চলে, কেননা স্বামী মজিবর রহমান তেমন কোনো আয়-রোজগার করেন না। লাকি রহমান সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করলেও রান্না, কাপড় ধোয়াসহ বহু গার্হস্থ্যকর্ম তাঁকেই করতে হয়। গৃহশ্রমিক এবং মেয়ে তাঁকে কাজে সাহায্য করলেও স্বামী কখনো চা পর্যন্ত তৈরি করে খান না। বরং লাকি রহমানকে স্বামীর কাপড়ও ধুয়ে দিতে হয়। স্বামীর কাজ করতে না চাইলে মজিবর রহমান স্ত্রীকে মারধরও করেন। মধ্যবিত্ত মতাদর্শে মারধরকে ছোটলোকের কাজ হিসেবে দেখা হলেও গৃহস্থালিগুলোতে এই অনুশীলন দেখা যায়, যা পুরুষ কর্তৃত্বের একটি রূপ। অনেক গৃহস্থালিতে পুরুষরা মারধর না করলেও মতাদর্শিকভাবে একই আধিপত্যের চর্চা করে থাকেন।

আধুনিক প্রযুক্তি : শ্রমবিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শের পুনরুৎপাদন

প্রযুক্তি নারীর শ্রমের প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করেছে এবং সময়কে কমিয়ে দিয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের গার্হস্থ্য শ্রমবিভাজনের ধরনে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। গৃহবধূ শিউলী রহমানের কেস থেকে বিষয়টি বোঝা যায়। শিউলী রহমান মালয়েশিয়া থেকে আসার সময়ে ওয়াশিং মেশিন, টোস্টার, ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন, যা তাঁর প্রতিদিনকার কাজকে সহজ করে দিয়েছে। তিনি এখন মেয়ের পড়া তৈরিতে আরো বেশি সময় দিতে পারেন। তিনি বললেন, "আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ঘরের কাজ অনেক সহজ হয়ে এসেছে। এখন সারাদিন রান্নাঘরে পড়ে থাকতে হয় না। প্রেসার কুকারে ভাত-ডাল রান্না করতে দু'মিনিট লাগে।" গৃহকর্তা বাজার ও কেনাকাটার কাজ ছাড়া ঘরের অন্য কোনো কাজ করেন না। শিউলী বললেন যে, মালয়েশিয়া থাকার সময়ে মতিয়ুর তাকে নানা কাজে সাহায্য করত, কিন্তু ঢাকায় আসার পরে তা আর করছে না। তবে স্বামী জয়দেবপুর থেকে জার্নি করে বাড়ি ফেরে, সেজন্য স্বামীর গৃহকর্মে অংশগ্রহণ না করাকে শিউলী রহমান স্বাভাবিক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন, যা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রমবিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়ার প্রবণতাকে প্রকাশ করে।

'সন্তান পালন মায়ের কাজ'

মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিগুলোতে সন্তানের জন্মের পরবর্তী সময়ে খাওয়ানো থেকে শুরু করে কাঁথা পরিষ্কার করা পর্যন্ত মাকেই প্রায় সব কাজ করতে হয়। সন্তান পালনকে নারী তথা মায়ের স্বাভাবিক কাজ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কিছু গৃহস্থালিতে নবজাতক সন্তান লালনপালন করার ক্ষেত্রে এবং স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের কিছু কাজে গৃহকর্তাদের অংশ নিতে দেখা গেলেও সন্তানের মূল দায়িত্ব মায়ের। মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটির গৃহকর্তা গর্ভবতী থাকাকালে স্ত্রীর সেবাযত্ন করেছেন। এখন বাচ্চার জন্মের পর দ্রুত অফিস থেকে ফিরে আসেন এবং স্ত্রীকে বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে বাচ্চাকে খাওয়ানো বা তার সাথে সারারাত জেগে থাকতে হয় মাকেই। বাবারা সন্তানের জন্য সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত এবং আয় রোজগারে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব মূলত মায়ের ওপরেই বর্তায়।

স্বামীর পেশাগত উন্নতি এবং স্ত্রীর গার্হস্থ্যকর্ম

স্বামীর পেশাগত উন্নতি ও ক্রিয়াকলাপের সাথেও স্ত্রীর গার্হস্থ্য শ্রমবৃদ্ধির সম্পর্ক দেখা যায়। যেখানে স্বামী চাকুরির সুবাদে কলিগ ও বসদের বাড়িতে আপ্যায়ন করে, দাওয়াত করে নিজের পেশাগত অবস্থানকে মজবুত করতে চাচ্ছেন, সেখানে দেখা যায় স্ত্রীকে স্বামীর কলিগদের জন্য সারাদিন রান্না করতে হয়। সুলতানগঞ্জের গৃহকর্ত্রীকে প্রায়ই স্বামীর অফিসের কলিগ এবং বসদের আপ্যায়ন করতে হয়। কষ্ট হলেও, ইচ্ছে না করলেও হাসিমুখে কথা বলতে হয়, যা আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্যপরায়ণতা এবং স্বামীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠতা প্রদর্শনকারী প্রবণতাকে প্রকাশ করে।

শ্রম বিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে খারিজ করে দিতে দিতে সেই মতাদর্শে আটকে যাওয়া

মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিগুলোর নারী-পুরুষ সদস্যদের অনেকে প্রথাগত শ্রমবিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে খারিজ করে দিতে চায় মতাদর্শগতভাবে এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রেও; কিন্তু শ্রমবিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারা আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণিজাত গৃহীপনা মতাদর্শের পুনরাবৃত্তি করে বা তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ধানমণ্ডির একজন গৃহকর্তা বললেন যে, তিনি গার্হস্থ্য সকল কাজেই অংশগ্রহণ করেন; যেমন

রান্না, মশলা বাটা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি। অন্যের জন্য, বিশেষ করে প্রিয়জনের জন্য তার কাজ করতে ভালো লাগে। স্ত্রী মাহমুদাকে বেশির ভাগ সময় কলেজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই স্ত্রীর কাজ করার সময়ও নেই। এছাড়া, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধুত্ব এবং বোঝাপড়ার বিষয়টিকে গৃহকর্তা তাজুল ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছেন গার্হস্থ্য শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে।

গার্হস্থ্যশ্রম বিষয়ে গৃহকর্তার ভাবনা-চিন্তা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিজাত গৃহীপনা মতাদর্শকে খারিজ করে দিতে গিয়ে মূলত বন্ধুত্ব আর পারস্পরিক বোঝাপড়াকে গুরুত্ব দেন, কিন্তু সব কাজে পুরুষ নারীর সমান অংশগ্রহণের কথা বলেন না; যা পুনরায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিজাত শ্রম বিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে পুনরুৎপাদন করে। নয়াপল্টনে বসবাসরত গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী উভয়কেই পেশাগত কাজে প্রায় প্রতিদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। গৃহস্থালির গৃহশ্রমিক কাপড় ধোয়া, মশলা বাটা, ঘর ধোয়া-মোছার কাজ করে এবং গৃহস্থালিতে বসবাসরত গৃহকর্তার দুইবোন রান্নার জোগাড়যন্ত্র এবং মূল রান্না করে থাকে, তবে গৃহকর্তার ছোটভাই মিরন বাজার ছাড়া অন্য কোনো কাজ করে না, যা মূলত মধ্যবিত্তের গৃহশ্রমবিষয়ক লিঙ্গীয় মতাদর্শজাত। গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী দু'-এক সময়ে শখ করে মাংস, খিচুড়ি, ইত্যাদি রান্না করেন। গৃহকর্ত্রী ফারিয়া বলেন, বিয়ের পরে প্রথম দিকে কিছুদিন পেশাগত ব্যস্ততা না থাকায় রান্না, ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজ তিনিই করতেন। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, তার স্বামী তার ওপর কাপড় ধোয়াসহ অন্যান্য কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সে সময়ই ফারিয়া সিদ্ধান্ত নেন, নিজের কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ করবেন না। ফারিয়া স্বামীর ভাই-বোনের সাথে যৌথভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক নন। মূলত সে কারণেই গৃহশ্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকছেন। স্বামী এবং তার মিলিত গৃহস্থালিতে গার্হস্থ্যকর্মকে দু'জনে সমান ভাগে বিভাজন করে নেওয়ার ইচ্ছা তার। স্বামী মোবাশ্বের সম্পর্কে ফারিয়া বললেন, 'মোবাশ্বেরও আর পাঁচটা স্বামীর থেকে আলাদা নয়। বউ কাজ করলে তার ভালোই লাগে, কিন্তু আমি তো সেই বউ না যে, আমাকে দিয়ে ভাই-বোনের ভাত রান্না করাবে।' ফারিয়া বললেন, 'কোনোদিন ভাবি নাই স্বামীর মা-বাবা ভাইবোনের সাথে একত্রে বসবাস করব, তাদের ভাত বেড়ে খাওয়াব। কিন্তু তা থেকে রেহাই পাওয়া সত্যিই কঠিন।'

ফারিয়ার কথা থেকে বোঝা যায় যে, প্রথাগত মধ্যবিত্তীয় পরিমণ্ডলে বসবাস করলেও ফারিয়া গৃহশ্রমের লিঙ্গীয় বিভাজনগত মতাদর্শকে ধারণ করেন না এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। স্বামী মোবাশ্বের বললেন, 'আমি তো অনেক কাজ করি, আমার ভাই-বোনেরাও অনেক কাজ করে, কিন্তু ফারিয়া সন্তুষ্ট নয়। এখন ভাই-বোনকে তো ফেলে দিতে পারি না।' মোবাশ্বেরের কথায় মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার কাঠামোজাত মতাদর্শকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়, যেখানে সকলে মিলে একত্রে বসবাস করা যায়। কিন্তু ফারিয়া খান গৃহশ্রমে অংশগ্রহণ না করে সেই কাঠামোর বিপরীত ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ফারিয়া বললেন, 'বিয়ে না করলে বুঝতে পারতাম না, পুরুষরা কতটা পুরুষ এবং তারা প্রতিটি কাজে স্ত্রীকে ডমিনেট করার চেষ্টা করে।' ফারিয়া জানালেন, 'পানি ঢালা থেকে শুরু করে মশারি টানানো পর্যন্ত প্রতিটি ছোটখাটো কাজেও পুরুষরা স্ত্রীদের খাটায়। তার স্বামীও নানাভাবে তাকে দিয়ে খাবারটা বেড়ে আনা, দরজা খোলা, এসব কাজ করাতে চায়, কিন্তু ফারিয়া স্বামীকে বলেন, 'তুমি কর, তুমি চা বানাও।' এতে গৃহকর্তা তেমন সন্তুষ্ট হন না। ফলে গৃহকর্ত্রী ফারিয়াকে সংসারে শান্তি বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত ঘরের কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। এরকম নানাভাবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থালির গৃহকর্ত্রী বাঙালি গৃহীপনা মতাদর্শজাত শ্রম বিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুরুষ আধিপত্যের প্রবল ডিসকোর্সকে মেনে নিতে বাধ্য হন।

পশ্চিম রাজাবাজারের গৃহকর্ত্রীর বাড়িতে কাজের লোক রাখাটা পছন্দ নয়, কিন্তু কোমরে অপারেশন হওয়ার পর থেকে গৃহস্থালিটিতে গৃহশ্রমিক অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অসুস্থ শরীরেও গৃহকর্ত্রী রান্না করেন। তিনি নিজের সংসার নিজের হাতে দেখাশোনা করতে পছন্দ করেন। এ বিষয়ে স্বামীর হস্তক্ষেপ তার ভালো লাগে

না। অনেকে যুক্তি দেখান যে, নারীরা নিজেরাই গার্হস্থ্যকর্মকে নিজেদের কাজ মনে করে। এক্ষেত্রে সেলিনা হায়দারের গৃহশ্রমবিষয়ক মনোভাব পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিতে শ্রম বিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শ নারী-পুরুষ উভয়কেই হেজেমনাইজড করেছে। তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয়, বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীরা যদি স্বামী, সন্তান এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মন রক্ষা করে চলতে না পারেন, তাহলে তারা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত হন, যার পরিচয় পাওয়া যায় রায়েরবাজার নিমতলীতে বসবাসরত গৃহস্থালিটিতে। অনেকক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে নির্ভর করে না। তার জন্য এই প্রান্তিক, অসম ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। পূর্বে গৃহস্থালিটিতে মূল দম্পতির সাথে ছোট ছেলে এবং ছেলের বউ বসবাস করত, কিন্তু ছেলের বউ মডেলিং করার কারণে বাড়িতে নিয়মিত গার্হস্থ্য কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত না। তাছাড়া শাশুড়ির সাথেও তার ঘরের কাজ নিয়ে ঝগড়াঝাটি লাগত। পরবর্তী সময়ে এই বিষয় নিয়েই ঝগড়াঝাটির পরে গৃহস্থালিটির ছোট ছেলে এবং ছেলের বউকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

গবেষিত গৃহস্থালিগুলোতে ঘর-বিন্যাস, নারী-পুরুষের পেশায় যুক্ততা, গৃহশ্রম সংগঠনে গৃহীপনা মতাদর্শকে আধিপত্যশীল দেখা যায়। এছাড়াও বাঙালি সমাজে বিরাজমান প্রথাগত পুরুষাধিপত্য এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগারকারী স্ত্রীরাও দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ক প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ঘরনি, স্বামীব্রতা, সন্তানপালনকারী পরিচয় দ্বারা সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিবেচিত হন। সে কারণে স্ত্রী আয়-রোজগার করলেও পরিবারে স্বামীরাই আধিপত্যশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকা বজায় রাখতে সক্ষম হন এবং স্ত্রীরা মূলত গৃহপরিচালনাকারীর ভূমিকায় আবদ্ধ থাকেন। মধ্যবিত্তের গৃহশ্রম সম্পাদনে স্ত্রীকে গৃহব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে রান্না করা, ঘরের তদারকি, সন্তান লালনপালন, স্বামীর দেখাশোনা, শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনাসহ সমুদয় ঘরের কাজ করতে হয় এবং স্বামীরা লিঙ্গীয় সম্পর্কের প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আয়-রোজগার ও বাইরের কাজ করে থাকেন; যা মূলত ঔপনিবেশিক ভিক্টোরিয়ান আদর্শজাত পাবলিক-প্রাইভেট ধারণা দ্বারা বিশিষ্টায়িত হয়েছে।

নভেরা হোসেন নৃবিজ্ঞানধর্মী লেখক ও কবি। noverahossain@gmail.com

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. নভেরা হোসেনের অপ্রকাশিত স্নাতকোত্তর থিসিস *বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের দাম্পত্য সম্পর্কের মতাদর্শ অনুসন্ধান*-এর সহায়তায় প্রস্তুতকৃত।

২. Borthwick, Meredith: *The Bhadramahila and Changing conjugal relations in Bengal 1850-1900* in Women in India and Nepal, Edited by Michael Allen and S.N. Mukherjee, Australia *1982.*

৩. জোয়ান লিডল ও *রামা যোশীর Daughters of Independence Gender Caste and class in India* ct 71.

৪. Standing, Hilary: *Dependence and Autonomy: Women's employment & the Family in Calcutta, Routledge,* London & New York, 1991.

৫. Davidoff, Leonov, Hall: *Family Fortune: Man and women of the English Middle class 1780-1850,* London, 1987.

৬. Liddle, Joanna and Joshi, Rama: *Daughter's of independence Gender, Caste and class in India,* ZED Books Ltd, London, 1986.

৭. আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস : *লিঙ্গ, শ্রেণী ও অনুবাদের ক্ষমতা : বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে*, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৬৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।